সংবাদ

তারিখ ... 08 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পাচ্ছেন প্যানেল শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্যানেলে (অপেক্ষমাণ তালিকা) থাকা প্রার্থীদের জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়ে শূন্য পদে নিয়োগ দিচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

আগামী ১৫ জুনের মধ্যে মেধাক্রম অনুযায়ী প্যানেলভুক্তদের নিয়োগপত্র ইস্যু করে তাদের পদায়নকৃত বিদ্যালয়ে যোগদান নিশ্চিত করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ৬ মে চিঠি দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই)।

তবে 'প্যানেল শিক্ষক ঐক্যজোটের সভাপতি রবিউল ইসলাম বলেন, সরকার যে পদ্ধতিতে প্যানেল শিক্ষকদের নিয়োগের **প্রাথমিক :** পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

প্রাথমিক : বিদ্যালয়ে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

কথা বলেছে তাতে বড় জোর চার হাজার প্রার্থী নিয়োগ পাবেন। অথচ প্যানেল থেকে নিয়োগের অপেক্ষায় আছেন প্রায় ২৩ হাজার প্রার্থী।'

হাইকোর্টের রায়ের আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৮ মে প্যানেল শিক্ষকদের রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদে নিয়োগ দিতে ডিপিইকে নির্দেশ দেয়।

ডিপিইর চিঠিতে বলা হয়েছে, প্যানেল তালিকা থেকে যারা নিয়োগ পানবি তাদের মূল আবেদনপত্র, নিয়োগ সংশ্লিষ্ট অন্য কাগজপত্র যাচাই করে মেধাক্রম অনুযায়ী সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

এ ব্যাপারে রবিউল ইসলাম হাইকোর্টের রায়ের আলোকে প্যানেলে থাকা সব প্রার্থীর চাকরি নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে বলেন, 'মেধাক্রম অনুযায়ী চাকরি দিলে দীর্ঘদিন ধরে যারা আন্দোলন-সংগ্রাম, হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট করলাম আমরা কিন্তু চাকরি পাচ্ছি না। চাকরি পাচ্ছে যারা বাড়ি বসে ছিল।'

সরকার রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ) নীতিমালা-২০০৯ অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এসব বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দিতে পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১২ সালের ৮ এপ্রিল ৪২ হাজার ৬১১ জনের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই তালিকা থেকে মোট দশ হাজার ৫১৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ২২ হাজার ৯৯৫টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এসব বিদ্যালয়ে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগের কথা ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর অধিকাংশ রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ হলে প্যানেলে থাকা বাকিদের নিয়োগ ঝুলে যায়। এরপর আন্দোলনে নামের প্যানেলে থাকা প্রার্থীরা। দীর্ঘদিন আন্দোলনে কাজ না হওয়ার প্রথমে প্যানেলভুক্ত ১০ প্রার্থী হাইকোর্টে রিট করলে নিজেদের পক্ষে রায় পায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও ৪৯০টি রিট আবেদন হাইকোর্ট নিস্পত্তি করে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগের নির্দেশ দেয়।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের লিভ টু আপিল খারিজের পর তা পুনর্বিবেচনা চেয়ে করা রিভিউ আবেদন করা হয়, যা গত ১১ ফেব্রুয়ারি খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই প্যানেলে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্যোগ নেয় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।